ISSN 1991-8976

RAJSHAHI UNIVERSITY LAW JOURNAL

FACULTY OF LAW
RAJSHAHI UNIVERSITY
2006

ARTICLES

Dower in history and it's significance in Islamic law

The Emergence of Plantation Labour in Bengal: A historical and legal study

The Convention on the Rights of the Child, 1989: Its Success or Failure after 17 years

The concept of Islamic Law and its application in Bangladesh

Hiring and Firing of Securities Regulators in Bangladesh and Australia: A Comparative Review

Rights and Care for Elderly People : Bangladesh Perspective

The Law of Maintenance and its Implementation in Bangladesh: A Comparative Study

The Nexus between Electronic and Paper Evidence under the Evidence Act, 1872

Inheritance of Orphan Grandchildren under Islamic law of Succession: A study of the impact of section 4 of the Muslim Family Laws Ordinance, 1961

পঞ্চম জাতীয় সংসদে গঠিত কতিপয় গুরত্বপূর্ণ কমিটি: একটি পর্যালোচনা

বাংলাদেশের শিকস্তি ও পয়স্তি আইন : একটি পর্যালোচনা

ইসলামে মোহরানার অধিকার ও বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ঃ একটি পর্যালোচনা

সাইবার ক্রাইম : আইন প্রয়োগ, সমস্যা ও উত্তরণের উপায় অনুসন্ধান

শিশু নির্যাতন এবং শিশু অধিকার ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বাংলাদেশে টিপাইমুখ বাঁধ এর প্রভাব ঃ একটি আইনী পর্যালোচনা

Abstract on the Project Legal Rights of the Child: Policy and Enforcement in Bangladesh, 1995

Scanned with CamScanner

ISSN 1991-8976

Rajshahi University Law Journal

Volume 03 2006

Published by:
Dean
Faculty of Law
Rajshahi University
Rajshahi- 6205
Bangladesh

FACULTY OF LAW
UNIVERSITY OF RAJSHAHI

Scanned with CamScanner

Rajshahi University Law Journal 2006

Editorial Board

Editor **Professor Dr. Begum Asma Siddiqua**
Dean, Faculty of Law, RU

Member **Professor Dr. A B Siddique**
Department of Law & Justice, RU

Professor A F M Mohsin
Department of Law & Justice, RU

Dr. Mohammad Abdul Hannan
Department of Law & Justice, RU

Sayeeda Anju
Department of Law & Justice, RU

Scanned with CamScanner

Rajshahi University Law Journal

FACULTY OF LAW

UNIVERSITY OF RAJSHAHI

Volume 03 2006

Published by

Dean

Faculty of Law

Rajshahi University

Rajshahi- 6205

Bangladesh

© Reserved by the Publisher

Cover Design & Printed by

B T S Commercial Institute

Benodpur Bazar, Rajshahi

Printed at:

Barendra Printing Press & Packaging

Sapora, Rajshahi

Subscription Rates

For Individuals: **Tk. 100.00 US$ 20** (without postage)

For Organisation: **Tk. 150.00 US$ 30** (without postage)

[Published in December 2006]

Scanned with CamScanner

Rajshahi University Law Journal 2006

Authors' Name	Article	Page
Dr. Begum Asma Siddiqua	Dower in history and it's significance in Islamic law	1-10
Dr. Md. Gholam Kibria	The Emergence of Plantation Labour in Bengal: A historical and legal study	11-22
Dr. Mohammad Abdul Hannan M. Ahsan Habib	The Convention on the Rights of the Child, 1989: Its Success or Failure after 17 years	23-36
Dr. Muhammad Faiz-ud-Din	The concept of Islamic Law and its application in Bangladesh	37-46
Dr. S M Solaiman	Hiring and Firing of Securities Regulators in Bangladesh and Australia: A Comparative Review	47-70
Md. Ahsan Kabir	Rights and Care for Elderly People : Bangladesh Perspective	71-84
Md. Delower Hossain	The Law of Maintenance and its Implementation in Bangladesh: A Comparative Study	85-96
Zulfiquar Ahmed	The Nexus between Electronic and Paper Evidence under the Evidence Act, 1872	97-112
Muhammad Ekramul Haque	Inheritance of Orphan Grandchildren under Islamic law of Succession: A study of the impact of section 4 of the Muslim Family Laws Ordinance, 1961	113-124
ড. রাকিবা ইয়াসমিন	পঞ্চম জাতীয় সংসদে গঠিত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কমিটি: একটি পর্যালোচনা	125-144
মো. আব্দুল আলীম	বাংলাদেশের শিকস্তি ও পয়স্তি আইন : একটি পর্যালোচনা	145-156
মো. আব্দুর রহিম মিয়া	ইসলামে মোহরানার অধিকার ও বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট ঃ একটি পর্যালোচনা	157-178
মুসতাক আহমেদ মো. সাহাল উদ্দীন	সাইবার ক্রাইম : আইন প্রয়োগ, সমস্যা ও উত্তরণের উপায় অনুসন্ধান	179-200
সালমা আখতার খানম	শিশু নির্যাতন এবং শিশু অধিকার ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	201-222
মোসা. সাঈদা আঞ্জু সারাওয়াত রশীদ	বাংলাদেশে টিপাইমুখ বাঁধ এর প্রভাব ঃ একটি আইনী পর্যালোচনা	223-238
A F M Mohsin	Abstract on the Project Legal Rights of the Child: Policy and Enforcement in Bangladesh, 1995	239

Scanned with CamScanner

Rajshahi University Law Journal, 2006; **223-238**

বাংলাদেশে টিপাইমুখ বাঁধ এর প্রভাব ঃ একটি আইনী পর্যালোচনা

সাঈদা আঞ্জু*

সারাওয়াত রশীদ**

Abstract

River linked topics are most debatable issues between Bangladesh and India. India is an upper riparian state and any step taken by India in common rivers directly affects Bangladesh. The painful experience of it is Farakka barrage. At present India is going to generate a big barrage (530 feet high) in Tipaimukh area on the river Barak. Barak is the river that flows between India and Bangladesh. After entering Bangladesh it turns into Meghna, Surma and Kushiara. If the barrage is concluded Meghna and Kushiara will become waterless and Sylhet, which is situated in the northeast of Bangladesh, will also have the same lot of desertification as the northwest part of Bangladesh. But Indian government appears to be unconcerned about it. Although Tipaimukh barrage will also be harmful to India, yet it concludes its crucial effort only for the purpose of energy producing.

India has no right to utilize a trans-boundary river's water unilaterally without any prior consultation with the co-riparian state. This proposed barrage is a violation of international law. At the same time it is a violation of the Ganges' River Treaty 1996 and the mutual agreement between the representatives of Bangladesh and India in Joint River Commission meeting. We ought to put a stop to such activities of India. Different NGOs and media in Bangladesh are trying to create awareness among the people of Bangladesh to draw attention to the damages of proposed barrage, which seems to be not sufficient. Massive awareness as well as Government interference is required to take step against this crucial issue. Tipaimukh barrage problem should be raised in the governmental policy making level and we should also demand that river relating issues, specially Tipaimukh issue, between Bangladesh and India should be mitigated internationally.

ভূমিকাঃ

নদীমাতৃক আমাদের দেশে ছোট বড় মিলিয়ে নদীর সংখ্যা ২৩০টি। ৫৭টি আর্ন্তজাতিক নদীর মধ্যে শুধুমাত্র ৩টি নদীর উৎপত্তিস্থল মিয়ানমার এবং বাকি ৫৪টি নদীর উৎপত্তি হয়েছে ভারতে। শুধুমাত্র এই কারণে নদী সংক্রান্ত যে কোন প্রকল্প বাস্তবায়নে এই প্রতিবেশি রাষ্ট্রটির একক মত প্রাধান্য পায়। যার উদাহরণ স্বরুপ আমরা উল্লেখ করতে পারি ১৯৫১ সালে গঙ্গা নদী থেকে পানি প্রত্যাহার এবং ১৯৫৬ সালে কলকাতা বন্দরের

---

* *প্রভাষক, আইন ও বিচার বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।*

** *এম.ফিল ফেলো, শিক্ষা ও গবেষনা ইনষ্টিটিউট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।*

Scanned with CamScanner

নাব্যতা বৃদ্ধির অজুহাতে পশ্চিম মুর্শিদাবাদ জেলার রাজমহল ও ভগবান গোলার মাঝে ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে গঙ্গার পানি নিয়ন্ত্রণ।[১]

বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থান ভাটি অঞ্চলে হওয়ায় উজানে যে কোন ধরণের পানি নিয়ন্ত্রণের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে দেশটিতে। রাজশাহী সীমান্ত থেকে ১৬ কিঃমিঃ উজানে গঙ্গা নদীর উপর ফারাক্কা বাঁধের নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৯৬৯ সালে। ১৯৭৪ সালে বাঁধ চালু হবার পর থেকে বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে শুরু হয় মরুকরণ প্রক্রিয়া।

ভারত তার সাম্প্রতিক আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে সিলেটের সীমান্তবর্তী বরাক নদীর উপর পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এই বাঁধ নির্মাণ হলে মেঘনা, সুরমা, কুশিয়ারা মৃত নদীতে পরিণত হবে। যার ফলস্বরূপ সিলেটসহ বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ১২টি জেলার অস্তিত্ব হুমকীর সম্মুখীন হবে।[২] প্রকৃতিতে এর বিরুপ প্রভাব, লক্ষাধিক মানুষকে করবে উদ্বাস্তু এবং বৃদ্ধি করবে খরা ও বন্যার প্রকোপ,[৩] ক্ষতির এই সমস্ত দিক বিবেচনা করলে এটা পরিস্কার ভাবে বোঝা যায় যে, এই বাঁধের প্রভাব ফারাক্কা বাঁধের চেয়ে ভয়াবহ হতে পারে।

আমাদের দেশের মানুষের জীবন - জীবিকার প্রধান উৎস কৃষি এবং মৎস উৎপাদন যা অধিকাংশই নির্ভর করে প্রকৃতির দান নদীর উপর। তাই দারিদ্র বিমোচন করতে হলে নদীমাতৃক এই দেশের প্রতিটি নদীকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। এরই মধ্যে এদেশে ব্রহ্মপুত্রসহ অনেক নদী শুকিয়ে গেছে। বন্যা, জলোচ্ছাস, খরা, ভূমিধ্বসের মত ভয়াবহ প্রাকৃতিক দূর্যোগের অন্যতম প্রধান কারণ এই নদী সমূহের অতিমাত্রায় সংকোচন। এভাবে বাংলাদেশের মিঠা পানির উৎস ও জীব বৈচিত্র্য ধ্বংসের সম্মুখীন হচ্ছে শুধুমাত্র প্রতিবেশী দেশটির একতরফা কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নের ইচ্ছায়।[৪] প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও এর সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং সেই সাথে সাধারণ মানুষের নদী সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ বিষয়ে আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই প্রবন্ধটিতে সিলেটের সীমান্তবর্তী বরাক নদীর উপর প্রস্তাবিত টিপাইমুখ বাঁধ এর কতিপয় বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে। টিপাইমুখ বাঁধটি বাস্তবায়িত হলে এর সম্ভাব্য প্রভাব কি ধরণের হতে পারে, বাংলাদেশের ব্যাপক ক্ষতি সাধনের পাশাপাশি এটি ভারতের কিছু রাজ্যের

---

[1] *ক্যারেন্ট অ্যাফেয়ার্স* অক্টোবর ২০০৫ সংখ্যা ১২ বাংলাবাজার, ঢাকা পৃষ্ঠা- ৫১, http://wrmin.nic.in/progects/farakka.htm

[2] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৩ই ডিসেম্বর ২০০৫

[3] *Ibid*

[4] *Ibid* ৫ই মার্চ ০৬

জনগণের জন্যও দূর্ভোগের কারণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা এ প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়। বাংলাদেশের আইনগত অবস্থান নিয়েও এই প্রবন্ধ আলোচনা করবে।

প্রস্তাবিত টিপাইমুখ বাঁধ প্রকল্প ঃ

ভারত তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য আসাম, মনিপুর ও মিজোরাম সীমান্তের টিপাইমুখ এলাকায় বরাক নদীতে ১৬২ মিটার (৫৩০ ফুট) উচ্চতার একটি বাঁধ নির্মাণ করতে যাচ্ছে। সিলেটের করিমগঞ্জের কাছে সীমানা থেকে প্রায় ১০০ কিঃমিঃ উজানে বরাক নদীতে এই বাঁধটি নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বাঁধটি নির্মিত হচ্ছে কঠিন শিলা দিয়ে। এই বিশাল বাঁধ ও জলাধারের জন্য সারা বছর প্রয়োজন হবে বরাক নদীর প্রচুর পানি। বরাক নদীতে প্রস্তাবিত এই টিপাইমুখ বাঁধ হচ্ছে এ যাবৎ কালের নির্মিত ভারতের বৃহত্তম বাঁধ।[৫] এই বাঁধ এবং জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে ৭৮ মাসের মধ্যে। বেশ কয়েক বছর ধরে ভারত এই বাঁধ নির্মাণের জন্য বিভিন্ন প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। ভারতের নর্থ-ইষ্টার্ণ ইলেকট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন (নিপকো) এই বৃহৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সরকারের বিভিন্ন পর্যায় থেকে অনুমোদন আদায় করেছে। কেন্দ্রিয় সরকারের অর্থ পরিদপ্তর এই প্রকল্পের অর্থায়ন অনুমোদন করেছে। এটি নির্মাণে সম্ভাব্য ব্যয় হবে ৮ হাজার ৮৬৭ কোটি ভারতীয় রুপি।[৬] ২০০৫ সালের নভেম্বরে নিপকো কর্তৃপক্ষ টিপাইমুখ বাঁধের জন্য গোপনে আর্ন্তজাতিক টেন্ডার আহবান করে এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারী ২০০৬ সনে দরপত্র বিক্রি সম্পন্ন করে। ২০০৬ সনের ৩রা এপ্রিল ভারত, জাপান, চীন ও ইরানের মোট ৭টি কোম্পানীর দেয়া দরপত্র খোলা হয়।[৭] প্রস্তাবিত টিপাইমুখ বাঁধে প্রতিটি ২৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ৬টি ইউনিট অর্থাৎ ১৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। শিলাপ্রস্তরযুক্ত মাটি দিয়ে নির্মিত বাঁধটি ২০১১ সাল নাগাদ সম্পন্ন হবে বলে মনে করা হচ্ছে।[৮]

মনিপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনে বরাক ও টুইভাই নদীর সঙ্গমস্থলে ৫০০ মিঃ ভাটিতে প্রস্তাবিত টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ করা হবে। বরাক নদী ভারতের উত্তরাঞ্চলের দ্বিতীয় বৃহত্তম জলপ্রবাহ। মনিপুর রাজ্যের সেনাপতি জেলার লাই লাই গ্রাম থেকে বরাক নদী শুরু। সেনাপতি তামেংলং চুরাচাঁদপুর জেলা ও মনিপুরের জিরিবাম মহকুমার ভেতর

---

[5] মোঃ আজাদ মিয়া - এমএসএস (সমাজকর্ম) রিসোর্স অফিসার বেলা, সিলেট *ভারতের টিপাইমুখ বাঁধ একটি মরণফাঁদ*

[6] *আমার দেশ*, ১১ই জানুয়ারী ২০০৭

[7] প্রকৌশলী মুহম্মদহিলাল উদ্দিন, **অঙ্গীকার বাংলাদেশ** -*টিপাইমুখ বাধ:সম্ভাব্য ফলাফল ওপ্রতিক্রিয়া, আমাদের কর্তব্য*

[8] Ibid above no. 5

Scanned with CamScanner

দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বরাকের উজানে রয়েছে রাজ্যের পুরো উত্তর, উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় অঞ্চল। নদীর মাঝামাঝি অঞ্চল হচ্ছে আসামের কাছাড় জেলা এবং নদীর ভাটির দিকে বাংলাদেশ। বরাক নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করে সুরমা ও কুশিয়ারায় বিভক্ত হয়েছে। ভাটির দেশের বিষয়ে বিবেচনা না করেই টিপাইমুখ বাঁধ তৈরীর পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে ভারত।

বাঁধ নির্মানের কারণঃ

বরাক উপত্যকার বন্যা একটি নিয়মিত ব্যাপার। বরাকের ভাটিতে ঘনঘন বন্যা নিয়ন্ত্রের জন্য ভারতের স্বাধীনতা পূর্বকাল থেকেই সরকার ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে বরাক নদীতে বাঁধ দেয়ার অসংখ্য প্রস্তাব বহুবার উত্থাপিত হয়েছে। ১৯৫৪ সনে আসামের রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় জল কমিশন এবং পরিকল্পনা কমিশনকে বর্ষার মৌসুম জল সংরক্ষণ করে একটি কৃত্তিম প্লাবিত অঞ্চল নির্ধারণের প্রস্তাব দেয়। প্রস্তাব অনুসারে উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় পরিষদ জল কমিশনকে জরিপের দায়িত্ব অর্পণ করে। জল কমিশন ১৯৮৪ সালে তাদের প্রতিবেদন পেশ করে, যাতে প্রথমবারের মতো টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়।[৯] কিন্তু এই প্রস্তাবনায় প্লাবন ভূমির উপর পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে জরিপ কাজে যথেষ্ট গুরুত্বারোপ না করায় এটি প্রত্যাখান করা হয়। ১৯৯৫ সালে আবারও জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) অনুরোধে ব্রহ্মপুত্র বোর্ড একটি বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন প্রণয়ন করে। কিন্তু এই প্রতিবেদনের পরও এ ক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি হয়নি। পরিশেষে ১৯৯৯ সনে ব্রহ্মপুত্র বোর্ড প্রকল্পটি উত্তরপূর্ব বিদ্যুৎ কর্পোরেশন লিমিটেড (এনইইপিসিও) এর কাছে হস্তান্তর করে। ২০০৩ সনের ১৮ জানুয়ারী তারিখে প্রকল্পটি ইলেকট্রিসিটি এ্যাক্টের ২৯ ধারা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অনুমোদন লাভ করে। সবশেষে ২০০৪ সনের ২৩ নভেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমহোন সিং টিপাইমুখ বাঁধ এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন বলে তারিখ নির্ধারিত হয়।

সিলেটের জকিগঞ্জ সীমান্ত থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরবর্তী মনিপুরের বরাক নদীতে টিপাইমুখ বাঁধ এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। সমুদ্র পৃষ্ট থেকে ১৮০ মিঃ উঁচুতে ৩শ ৯০মিঃ দীর্ঘ ১শ ৬২ দশমিক ৪ মিঃ উচুঁ মাটি ও পাথর নির্মিত এই বাঁধের গভীরতা হবে ১শ ৭৮ মিটার।[10] প্রাথমিকভাবে বরাক নদীর নীচের দিকে বন্যার জল ধরে রাখার জন্য এই বাঁধের পরিকল্পনা করা হয়। পরে এর সঙ্গে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের বিষয়টি সংযুক্ত করা হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে প্রকল্পটি ১৫শ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন

[9] এম আনোয়ার হোসেন *টিপাইমুখ বাঁধঃ সম্ভাব্য বিপর্যয়*

[10] *Ibid*

ক্ষমতা সম্পন্ন হবে। ২০১২ সালের মধ্যে ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌছানোর উদ্দেশ্যে ভারত বৃহৎ পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এমন উদ্দেশ্য থেকে শুধুমাত্র ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলেই দুইশতাধিক বাঁধ বানিয়ে ৬৩ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে।[১১] তারই অংশ হিসাবে টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে। তবে মনিপুর, আসাম, মিজেরাম ও অরুণাচলে উৎপাদিত বিদ্যুৎ নেয়ার অবকাঠামোগত কোন সুযোগ নেই। ভৌগলিক কারণেই সে অবকাঠামো নির্মাণ সম্ভব নয়।[১২]

শুধু নিজ দেশেই নয় টিপাইমুখ ড্যাম থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ পার্শ্ববর্তী দেশে সরবরাহ করবে ভারত।[১৩] ভারত টিপাইমুখ ড্যাম নির্মাণ করে তা থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ আর্ন্তজাতিক পাওয়ার গ্রিডে সংযোজন করবে। আর্ন্তজাতিক গ্রিড থেকেই পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর মধ্যে লাওস, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও থাইল্যান্ডে বাজারজাতকরণ করবে।[১৪] ভাটির দেশকে বৃদ্ধাংগুল দেখিয়ে ভারত নিজ স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। ভারত অবশ্য তার নদীগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার[১৫] করার বিষয়ে সদা তৎপর।

ভারতের প্রস্তাবিত টিপাইমুখ বাঁধ ও বাংলাদেশে এর সম্ভাব্য প্রভাবঃ

বাংলাদেশের মেঘনা নদী হচ্ছে বিশ্বে সবচেয়ে গতিশীল ও বৈচিত্রপূর্ণ ত্রি-জলধারার একটি। মেঘনা, গঙ্গা ও ব্রক্ষ্মপুত্রের অংশ। বাংলাদেশ, ভারত, চীন, ভূটান ও নেপাল এই পাঁচটি দেশের ১ দশমিক সাত মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে এই ৩ নদীর গতিপথ। মেঘনা অববাহিকায় উপরিতলের সমস্ত পানি বরাক, সুরমা ও কুশিয়ারা নদী বাহিত হয়ে নিচের তথা ভাটি এলাকার পদ্মা নদীতে গড়ায়। সবগুলো নদীর মিলিত স্রোত পরে বাংলাদেশের আরও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়ে। এই জলাধারার উজানে

---

[11] Ibid above no. 7

[12] *নয়াদিগন্ত*, ১৩ই জানুয়ারী ২০০৭

[13] *Ibid*

[14] *Ibid*

[15] উদাহরণ স্বরুপ ভারতের নদী সংযোগ প্রকল্প এর কথা বলাযায়। ভারত দেশের ছোট-বড় ৩৮টি নদীকে ৩০টি সংযোগকারী খালের মাধ্যমে জুড়ে এক বেসিন হতে অন্য বেসিনে পানি স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভারতের পরিকল্পনা হচ্ছে বর্ষার সময় পানি সঞ্চিত রেখে শুকনা মৌসুমে বিভিন্ন স্থানে কৃষি ও অন্যান্য কাজের জন্য সরবরাহ করা। বর্ষার সময় অতিরিক্ত পানি সঞ্চিত রাখার জন্য সারা দেশে ৭৪টি জলধারা এবং বেশ কিছু বাঁধ নির্মাণ করা হবে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ মনে করেন এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে একদিকে যেমন বন্যার ক্ষয়ক্ষতি রোধ করা যাবে, অন্যদিকে তেমনি খরার আশঙ্কাও দুর হবে।(মোকাররম হোসেন - ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর প্রমোটিং এনভায়রনমেন্টাল জাস্টিসপ্রজেক্ট, বেলা)

Scanned with CamScanner

ভারতের পূর্বাঞ্চলে বাঁধ দিয়ে একটি বিশাল জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে যা কিনা হবে ভারতের সর্ববৃহৎ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোর একটি।

ভারতের বরাক নদী থেকে সুরমা কুশিয়ারা নদী প্রণালীর সৃষ্টি। বাংলাদেশ যেখানে বিভক্ত হয়েছে সেখান থেকে একশ কিঃমিঃ উজানে প্রস্তাবিত এই বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। উজানের পানি আটকালে ভাটির দেশে তার প্রভাব পড়বে এটাই স্বাভাবিক। আর্ন্তজাতিক নদী বরাকের উপর টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ ও জলাধারে পানি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে এর শাখা নদী সিলেটের সুরমা ও কুশিয়ারার স্বাভাবিক পানি প্রবাহ মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ফলে বৃহত্তর সিলেটসহ পাশের জেলাগুলোর ভূ-প্রকৃতি, কৃষি, সেচ, বনাঞ্চল, নৌ-পরিবহন, জীববৈচিত্র, মানবজাতি, নদীমাতৃক সভ্যতা ইত্যাদির উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব পড়বে। তাছাড়া ভাটি অঞ্চলের গ্রামীণ জীবনধারা সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে। বিপন্ন হয়ে পড়বে ঐসব এলাকার আড়াই কোটি মানুষের জীবনযাত্রা।[১৬] টিপাইমুখ বাঁধ তৈরী হলে সিলেট, মৌলভী বাজার, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, নরসিংদী, নারায়নগঞ্জ, কুমিল্লা, মুন্সিগঞ্জ, চাঁদপুর, শরিয়তপুর, লক্ষীপুর, বরিশালসহ মেঘনার অববাহিকার বিরাট অঞ্চল মরুকরণের শিকার হবে।[১৭] সিলেটের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে আছে হাওড়। এ হাওড়গুলো একদিকে কৃষি আরেক দিকে হরেক রকম মাছের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু পানি প্রবাহ কমে গেলে এগুলো শুকিয়ে যাবে। ধীরে ধীরে ভরাট হয়ে মজে যাবে। অন্যদিকে মেঘনাসহ তার সাথে যুক্ত শাখা-প্রশাখা নদী, খাল-বিল ইত্যাদিও মরে যাবে। নদীমাতৃক বাংলাদেশের জীব-বৈচিত্রের মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হতে পারে। সুন্দর শ্যামলিয়া সিলেট হয়ে উঠবে মরুভূমি। এখানে বইবে লু বাতাস। এমন কি ফসলের ক্ষেতে উৎপাদনও শেষ হয়ে যেতে পারে ।

প্রস্তাবিত বাঁধটি হাইড্রোলজীর উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলবে।[১৮] কেননা এর ফলে বাংলাদেশের নদীগুলোর পানি প্রবাহ অনেকাংশে হ্রাস পাবে। হস্তচালিত নলকূপ, গভীর নলকূপ এবং পুকুরগুলোতে বর্তমানের চেয়ে পানির মাত্রা অনেক নেমে যাবে।[১৯] আদতে নদীগুলোর ধারণ ক্ষমতার চেয়ে অধিক পানি প্রবাহ হ্রাস পাওয়ার ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার নদীগুলো অনেকাংশ ভরাট হয়ে যাবে। এর ফলে উত্তরাঞ্চলের মতো এখানেও দেখা দেবে মরুকরণ প্রক্রিয়া।[২০] নদী ভরাটের ফলে কৃষি, মৎস সম্পদ, নৌ-পরিবহন, শিল্প, সেচ

---

[16] Ibid no.5
[17] *Ibid*
[18] Ibid above no. 9
[19] *Ibid*
[20] *Ibid*

Scanned with CamScanner

ব্যবস্থার মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা হারিয়ে পথে বসার সম্ভাবনা রয়েছে।

শুকনো মৌসুমে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু রাখার স্বার্থে পানি সংরক্ষণ করে রাখবে বাঁধ কর্তৃপক্ষ, ফলে সুরমা, কুশিয়ারা, মেঘনার প্রবাহ অতিমাত্রায় কমে যাবে। অন্যদিকে টিপাইমুখ বাঁধ প্রকল্প চালুর পর বর্ষার সময় অতিবর্ষণের ফলে সৃষ্ঠ পরিস্থিতিতে প্রকল্প বাঁচাতে আকস্মিকভাবে বাঁধের ফ্লাডগেট খুলে দিতে বাধ্য হবে বাঁধ পরিচালনা কর্তৃপক্ষ।[২১] ফলে ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী বিরাট এলাকায় বিশেষ করে সিলেট বিভাগে বন্যার তীব্র আঘাত অনুভূত হতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা অনুসারে টিপাইমুখ বাঁধ এলাকাটি ভূ-তাত্ত্বিকভাবে একটি অস্থিতিশীল এলাকা।[২২] প্রস্তাবিত টিপাইমুখ বাঁধ এলাকায় ভুমিকম্প ঝুঁকি বৃদ্ধি করবে বলে অনেক পরিবেশবিদ মনে করেন।[২৩] প্রস্তাবিত টিপাইমূখ বাঁধের স্থানটিকে 'ফল্টলাইন' হিসাবে বলা হচ্ছে। এই ধরনের ফল্টলাইন সম্ভাব্য ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল হতে পারে। বিশিষ্ট অবকাঠামো প্রকৌশলী এবং ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ ড. মোঃ আলী আকবর মল্লিকের নিবন্ধ[২৪] হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে পৃথিবীর সব ভূমিকম্প এলাকার মধ্যে ছয়টি এলাকা অত্যধিক ঝুঁকিপূর্ন। এলাকাগুলো হচ্ছে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া, জাপান, মেক্সিকো, তুরস্ক, তাইওয়ান এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল। প্রস্তাবিত টিপাইমুখ বাঁধের স্থান হচ্ছে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যা এই ছয়টি এলাকার মধ্যে একটি। এর ১০০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের জায়গায় গত ১৫০ বছরে অন্তত দুটি উচ্চ মাত্রার (রিখটার স্কেলে যার মান ছিল ৭+) ভূমিকম্পের রেকর্ড রয়েছে।[২৫] ১৯৫৭ সালে সংঘটিত এমনই একটি ভূমিকম্পের কেন্দ্র ছিল টিপাইমুখ এলাকা থেকে ৭৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে।[২৬] ড্যাম চালু হওয়ার পর এ ধরনের ভূমিকম্প হলে তার পরিনতি আমাদের জন্য ভয়াবহ হবে। ২০০৫ সালে পাকিস্তানে পানির চাপে একটা ড্যাম ভেঙ্গে ৫০০ মানুষ নিহত হয়েছিল।[২৭] বাঁধ তৈরীর পর যদি ভূমিকম্প হয় টিপাইমুখ ড্যামের ভাঙ্গন এর চেয়েও ভয়াবহ হতে পারে। এত বিপুল পানি জমা থাকার ফলে ঐ এলাকার ভূমিকম্পের ঘটনা বেড়ে যেতে পারে বলেও বিশেষজ্ঞদের ধারণা রয়েছে। যেহেতু টিপাই ড্যামের আকৃতি বিশাল (দৈর্ঘ্য ৩৯০

---

[21] Ibid above no 7
[22] Ibid above no. 5
[23] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৮ শে মার্চ ২০০৬
[24] *Ibid*
[25] Ibid above no. 5
[26] *Ibid*
[27] *Ibid*

Scanned with CamScanner

মিটার ও উচ্চতা ১৬২.৮ মিটার), পানি জমা থাকবে ১৫.৫বিলিয়ন কিউবিক মিটার,[২৮] এ বিপুল জলরাশির চাপ সামাল দেওয়ার ক্ষমতা কি আমাদের আছে? যদিও বলা হচ্ছে যে, টিপাইমুখ বাঁধ ভূমিকম্প সহনশীল করে নির্মিত হবে। কিন্তু তার পরও ভূমিকম্প প্রবন এলাকায় এরুপ হাইড্রোলিক বাঁধ নির্মাণ পরিবেশ বিজ্ঞানীগণ সমর্থন করতে পারছেন না।

ভূমিকম্পে ফারাক্কা বাঁধ ভেঙ্গে গেলেও বাংলাদেশে এমন ভয়াবহ পরিনতি হবে না যতটা না টিপাইমুখ বাঁধ ভাঙ্গলে হবে। কারণ ফারাক্কার বাঁধ ও বাংলাদেশ প্রায় একই সমতলে অবস্থিত কিন্তু টিপাইমুখ বাঁধ করার জন্য নির্ধারিত জায়গাটি সাত-আট হাজার ফুট উচুঁ পাহাড়ে অবস্থিত।[২৯] উচুঁ পাহাড়ি এলাকায় বিরাট উচ্চতার এমন বাঁধ হঠাৎ ভেঙ্গে গেলে মূর্হুতে যে জলস্রোত এবং ধ্বংসলীলা নেমে আসবে তা হতে পারে ভয়ংকর। অনেকে একে সুনামীর চেয়েও বেশী ভয়ংকর ভাবছেন।[৩০]

প্রস্তাবিত টিপাইমুখ বাঁধ ও আর্ন্তজাতিক আইন ঃ

যে সকল নদী একাধিক রাষ্ট্রের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয় সে সকল নদীকে বহুজাতিক নদী বলা হয়। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রায় ৫৭টি নদীর সংযোগ রয়েছে এবং এগুলোর প্রায় সবকটি ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবাহিত হয়েছে শুধুমাত্র মহানন্দা নদী বাংলাদেশ থেকে ভারতের দিকে প্রবাহিত হয়েছে[৩১]। বর্তমানে নদীর ব্যবহার শুধু নৌ -চলাচল ও মৎস চাষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। সেচ, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প, কলকারখানা, পানীয়জল ইত্যাদির জন্য নদীর ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে পৃথিবীতে সার্বিকভাবে মিঠা পানির ভান্ডার হ্রাস পাওয়ায় ও পরিবেশ রক্ষায় নদীকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। তাই নদী তথা যে কোন মহাদেশীয় জলপ্রবাহের পানি ব্যবহারের প্রশ্নটি আন্তর্জাতিক আইনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে পরিণিত হয়েছে।[৩২] মূল প্রশ্নটি হচ্ছে বহুজাতিক নদীর উপরিভাগে বা উজানের রাষ্ট্রসমূহ নিজ নিজ অংশের নদীর পানি ব্যবহারের জন্য বাঁধ নির্মাণ বা নদীর প্রবাহ বন্ধ বা পরিবর্তন করতে পারে কি - না, যা ভাটির দেশের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে।[৩৩] আর্ন্তজাতিক আইনে এমন কোন সার্বজনীন চুক্তি নেই যেখানে এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর পাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে জাতিসংঘের সাধারন পরিষদ কর্তৃক গৃহিত ১৯৯৭ সালের "ওয়াটার কোর্স কনভেনশন" (Convention on the Law of

---

[28] *Ibid*
[29] Ibid above no 7
[30] *Ibid*
[31] মোকাররম হোসেন -*ভারতের আন্ত:নদী সংযোগ প্রকল্প* ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর প্রমোটিং এনভায়রনমেন্টাল জাস্টিসপ্রজেক্ট, বেলা
[32] ড. শাহ আলম *সমকালীন আর্ন্তজাতিক আইন* নিউ ওয়ারসী বুক কর্পোরেশন, ঢাকা পৃষ্ঠা ১৬০
[33] *Ibid*

Scanned with CamScanner

the Non-navigational Uses of International Water Courses) এর কথা আলোচনা করা যায়। আন্তজার্তিক আইন হিসাবে নদীর ব্যবহার প্রসঙ্গে এটি একটি কার্যকর দলিল। ১৯৯৪ সালে গৃহীত আর্ন্তজাতিক ল' কমিশন কর্তৃক প্রণীত খসড়া অনুচ্ছেদের উপর ভিত্তি করে ১৯৯৭ সালে ওয়াটারকোর্স কনভেনশন গ্রহণ করা হয়। এই কনভেনশনটি গৃহিত হয় বাংলাদেশ ও ভারতসহ আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলের অধিকাংশ সদস্যের আলোচনা সাপেক্ষে ও বাংলাদেশসহ ১০৩ টি সদস্যের ইতিবাচক ভোটের মাধ্যমে। উল্লেখ্য যে, ভারত ও পাকিস্তান ভোটদানে বিরত ছিল।[৩৪] এই কনভেনশনে আর্ন্তজাতিক নদী সমূহের টেকসই ব্যবহার, পানির ভাগাভাগি ও সম্পদের ব্যবস্থপনার বিষয়ে বিধান সমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে। এই কনভেনশনে আর্ন্তজাতিক পানিসম্পদের ন্যায় সঙ্গত ব্যবহারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নদীর ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দিষ্ট চুক্তির অনুপস্থিতিতে করনীয় বিষয় সম্পর্কে এই কনভেশন নির্দেশনা দিয়েছে। ১৯৯৭ সালের ওয়াটারকোর্স কনভেনশন এর ৭নং অনুচ্ছেদে বলা হয়, একটি নদীর অববাহিক রাষ্ঠ্র অপর একটি অববাহিক রাষ্ট্রের প্রতি গুরুতর ক্ষতিকর কার্য থেকে বিরত থাকার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কোনভাবে এক রাষ্ট্র কর্তৃক ক্ষতিকর কোন কার্য সম্পাদন হলে তা হ্রাস করার জন্য উভয়ের মধ্যে আলোচনা শুরু করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের বিষয়টিও আলোচনায় আনতে হবে। ৯নং অনুচ্ছেদে নিয়মিত ভাবে নদীর অববাহিক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে নদীর পানির সার্বিক বিষয়াদি সম্পর্কে তথ্য আদান-প্রদানের কথা বলা হয়েছে। এছাড়া উক্ত কনভেনশনে একটি দেশের নদী সম্পর্কিত পরিকল্পিত ব্যবস্থাদি সম্পর্কে তথ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থা রাখতে বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে অন্যান্য অববাহিক রাষ্ট্রকে প্রজ্ঞাপন প্রদান এবং আলোচনা ও পরামর্শের কথা বলা হয়েছে। ১৯৯৭ সালের কনভেনশনের ২১নং অনুচ্ছেদে একটি অববাহিক রাষ্ট্রকে অপর একটি রাষ্ট্রের জন্য পরিবেশগত ক্ষতিমূলক কার্যক্রম করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। আর্ন্তজাতিক নদীর ফলপ্রসু ব্যবহার এবং নদীর সুরক্ষা, সংরক্ষনসহ আর্ন্তজাতিক নদী সংক্রান্ত বিষয়ে উদ্ভুত বিরোধ নিষ্পত্তির বিধানও এই কনভেনশনে আলোচিত হয়েছে। ১৯৯৭ সালের কনভেনশনে পানি সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসার ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার কথা বলা হয়েছে। এটি যদি ফলপ্রসু না হয় তবে তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতিতে সমস্যা সমাধান করতে এবং এক্ষেত্রে তথ্য অনুসন্ধান কমিশন গঠন করতে বলা হয়েছে। ভারত উপরোক্ত কনভেনশনটি গ্রহণ না

[34] Dr. Md. Nazrul Islam Water Resources: Limitations in the Indo-Bangladesh Legal Regime *The Dhaka University Studies*, Part F Vol.xvi (2) December 2005 p-97 UN, GAOR, 51st session, 99th plenary meeting, 21/5/97, p.7-8

Scanned with CamScanner

করলেও প্রথাগত আইনের মর্যাদায় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যমান সমস্যা সমাধান করতে কনভেনশনটির সাহায্য নেয়া যায়।

দু'টি দেশের অভিন্ন নদী সংক্রান্ত কোন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বা এই সকল নদীর পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি হচ্ছে অন্যতম স্বীকৃত মাধ্যম। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে গঙ্গা নদীর পানির ব্যবহার সংক্রান্ত গঙ্গা পানি চুক্তি ১৯৯৬ একটি বহুল আলোচিত চুক্তি। আকৃতি, প্রকৃতি ও বাস্তবায়ন সবক্ষেত্র থেকেই এটি বিতর্কিত চুক্তি। উপরোক্ত গঙ্গা পানিচুক্তি শুধুমাত্র গঙ্গা নদীর পানির সঙ্গে সম্পর্কিত। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আরও যে সকল নদীর সংযোগ রয়েছে সে সকল নদী সম্পর্কে কোন সুপরিকল্পিত দিকনির্দেশনা এই চুক্তিতে নেই। তবে গঙ্গা পানি চুক্তি ১৯৯৬ এর ৯নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "সমতা, ন্যায় ও কোন পক্ষের জন্য ক্ষতিকর নয় এ নীতির ভিত্তিতে দুই সরকার অন্যান্য অভিন্ন নদীর পানি বন্টন প্রশ্নে চুক্তি সম্পাদনে সম্মত রয়েছে"।

টিপাইমুখ বাঁধ তৈরী হলে অভিন্ন নদীর পানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমতা থাকবে না। আর্ন্তজাতিক নদীর একক ব্যবহারের মাধ্যমে বাধঁ তৈরি ন্যায়পরায়নতা পরিপন্থী হবে এবং সীমান্তবর্তী নদীর উজানে এ ধরনের বিশাল বাঁধ বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর ও ঝুঁকিপূর্ণ হবে। অতএব প্রস্তাবিত টিপাইমুখ বাঁধ এর কার্যক্রম বন্ধ করতে গঙ্গা পানি চুক্তি ১৯৯৬ এর ৯নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে চুক্তি করার এখনই সময়। এখানে উল্লেখ্য যে, ভারত বাংলাদেশের সঙ্গে গঙ্গা পানি চুক্তি ১৯৯৬ দ্বারা আবদ্ধ এবং সেই চুক্তিতে ৯নং অনুচ্ছেদের মত ক্লজ থাকা স্বত্তেও ভারত একে চরমভাবে উপেক্ষা করে টিপাইমুখ বাঁধের কাজ শুরু করে দিল।

আরও উল্লেখ্য যে, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীসমুহের পানি পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে বন্টন এবং যৌথ প্রচেষ্টায় নিজ নিজ অঞ্চলের পানির সর্বাধিক ব্যবহার সুনিশ্চিতকরণের জন্য ও বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য এবং উভয় দেশের মধ্যে বন্যা সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা তদুপরি নদী সংক্রান্ত বিষয়সমুহ নিয়ে আলোচনা ও সিধান্ত গ্রহণের জন্য যৌথ নদী কমিশন (জেআরসি) গঠন করা হয়।[৩৫] তবে জেআরসি তার লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়নি। বছরে জেআরসির ৪টি করে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবার কথা থাকলেও এটি ৩৩ বছরে মাত্র ৩৬টি মিটিং করতে পেরেছে।[৩৬]

২০০৫ সালের ১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত ৩৬তম যৌথ নদী কমিশনের বৈঠকে বাংলাদেশ ভারতের এ বাঁধ নির্মাণের বিষয়ে প্রবল আপত্তি পেশ করেছে বৈঠকে

[35] *Ibid*, p.91
[36] *Ibid*, p.92

ভারত এ বাঁধ নির্মাণের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা অস্বীকার করে। তবে এ বিষয়ে দু'দেশের মধ্যে একটি লিখিত সমঝোতা হয়। এতে উল্লেখ করা হয় যে, ভবিষ্যতে বরাক নদীর উপর ভারত কোন স্থাপনা নির্মাণ বা সমীক্ষা চালানোর আগে এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে আলোচনা করে নেবে এবং প্রকল্পের নক্‌শা ও অন্যান্য তথ্য আগে থেকেই বাংলাদেশকে প্রদান করবে[৩৭]। উভয় দেশের পানি সম্পদ মন্ত্রীদের মধ্যে এ ধরণের চুক্তি হবার পর এক বছর যেতে না যেতেই বাংলাদেশকে কোন প্রকার নথি দেয়া তো দূরের কথা, কোন ধরনের আগাম ঘোষণা ছাড়াই ভারত বাঁধ নির্মানের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করে। বাংলাদেশের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে ভারতের এ বাঁধ নির্মাণের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশকে জানানো হয়নি[৩৮]। উপরোক্ত নির্মাণ কাজের বিষয়ে আনুষ্ঠনিকভাবে অবহিত করার জন্য বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ভারতের কাছে এ পর্যন্ত তিনটি চিঠি দেয়া হয়েছে। বারবার চিঠিতে টিপাইমুখ বাঁধের ম্যাপসহ যাবতীয় নথিপত্র প্রেরণের অনুরোধ করা হয়েছে। তবে ভারত এ পর্যন্ত একটি চিঠিরও উত্তর দেয়নি।[৩৯] পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় চতুর্থ চিঠি দেবার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেছে।

আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ঠ বিষয়ে চুক্তির অনুপস্থিতিতে আইনের সাধারণ নীতিমালা অনুসরণ করে নদীর ব্যবহার সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অধ্যাপক ওপেনহেম তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেন, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সম্মতি ব্যাতীত কোন রাষ্ট্র একক সিদ্ধান্ত বলে নদীর গতি ধারা পরিবর্তন করতে পারবে না। অর্থাৎ কোন রাষ্ট্রকে তার নিজ ভূ-খন্ডের প্রাকৃতিক অবস্থা এমনভাবে পরিবর্তন করতে দেয়া যাবে না, যার ফলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ভূখন্ডের প্রাকৃতিক অবস্থার কোন অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে।[৪০] নদীর ব্যবহার সম্পর্কে অধ্যাপক ওপেনহেমের উক্ত অভিমত প্রথাভিত্তিক আর্ন্তজাতিক আইনের সঠিক প্রতিফলন বলে সাধারণভাবে স্বীকার করা হয়। এই অভিমতের সমর্থনে আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে অনেক সালিশীর সিদ্ধান্ত ও দ্বিপাক্ষিক চুক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।[৪১]

অতএব আমরা বলতে পারি ভারত তার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য আসাম, মনিপুর ও মিজোরাম সীমান্তের টিপাইমুখ এলাকায় বরাক নদীতে যে বাঁধ দিতে যাচ্ছে তা আইন সমর্থন করে না। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহিত ১৯৯৭ সালের ওয়াটার কোর্স কনভেনশন, গঙ্গা পানি চুক্তি ১৯৯৬, পন্ডিতদের মতামত, সর্বপরি যুক্তি ও ন্যায়পরতা

---

[37] Ibid above no.6

[38] *Ibid*

[39] *Ibid*

[40] L. Oppenheim.*International Law,* 8th Edition. Vol.1 London 1966 p 474

[41] Ibid above no. 32

Scanned with CamScanner

কোন দিক থেকেই টিপাইমুখ বাঁধ গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব এটি স্পষ্টত আর্ন্তজাতিক আইনের লংঘন।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে নদী সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আর্ন্তজাতিক অঙ্গনে বিচার দাবী করতে হলে প্রথমত বিরোধ সুস্পস্ট হতে হবে। আর্ন্তজতিক অঙ্গনে দুটি দেশের মধ্যেকার বিরোধ মিমাংসার জন্য বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান হচ্ছে আর্ন্তজাতিক আদালত। আর্ন্তজাতিক আদালতে দুটি রাষ্ট্রের বিরোধ নিয়ে যেতে হলে অবশ্যই দুটি রাষ্ট্রের সম্মতির মাধ্যমে যেতে হবে। রাষ্ট্রীয় সম্মতিই হচ্ছে আদালতের এখতিয়ার সৃষ্টির মূল ভিত্তি। কোন রাষ্ট্রের সম্মতি না থাকলে তাকে আর্ন্তজাতিক আদালতে যেতে বাধ্য করা যায় না। তবে আর্ন্তজাতিক আদালতের সংবিধির ৩৬(২) নং অনুচ্ছেদে আদালতের এখতিয়ার সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্রীয় সম্মতি প্রকাশের বিভিন্ন ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রথমত কোন বিরোধ উদ্ভব হলে পক্ষসমুহ তা নিস্পত্তির জন্য পারস্পরিক চুক্তি বা সম্মতির ভিত্তিতে আদালতের নিকট ন্যাস্ত করতে পারবে। এরুপ সম্মতির কপি আদালতে পাঠিয়ে মামলা শুরু করা যায়। তাছাড়া কোন এক পক্ষ যদি বিরোধটি নিস্পত্তির জন্য আদালতের নিকট পেশ করে এবং অন্য পক্ষ যদি কোন আপত্তি না করে মেনে নেয়, সে ক্ষেত্রেও এই বিরোধ মীমাংসার জন্য আদালতের এখতিয়ার সৃষ্টি হবে।[৪২] অন্য পক্ষ সম্মতি প্রকাশে বিবৃতি দিতে পারে আবার সম্মতি সূচক আচরণ দ্বারাও তা বোঝা যেতে পারে। উদাহরনস্বরুপ বলা যায়, অন্য পক্ষ যদি আদালতের এখতিয়ার চ্যালেন্জ না করে আত্মপক্ষ সমর্থন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাহলে বোঝা যাবে আদালতের এখতিয়ার নিয়ে তার কোন আপত্তি নাই।[৪৩]

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ৫৭টি নদীর সংযোগ থাকায় উভয় দেশের মধ্যে নদী নিয়ে বিরোধ চিরচারিত বিষয়। বরাবরই ভারত আইন লংঘন করছে আর বাংলাদেশ তার কুফল বহন করছে। তাস্বত্তেও বাংলাদেশের বড় রকমের প্রতিবাদ লক্ষ্য করা যায় না। তবে টিপাইমুখ বাঁধ হলে বাংলাদেশের যে অভাবনীয় ক্ষতি হবে তা রোধ করতে সকলের এখনই সচেতন হওয়া উচিত। আর্ন্তজাতিক অঙ্গনে এটিকে সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করে প্রতিকার চাওয়া উচিৎ। বাংলাদেশকে আর্ন্তজাতিক আদালতের শরনাপন্ন হতে হবে। হয়তবা ভারত আদালতের এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের উচিত আর্ন্তজাতিক আদালতের মাধ্যমে বিরোধ মিমাংসার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

---

[42] *Ibid* p.336, J.G.Starke, *Introduction to International Law*, Ninth Edition, London, 1984 p.472

[43] *Ibid*

Scanned with CamScanner

টিপাইমুখ বাঁধের বিরুদ্ধে আন্দোলন:

ভারতঃ

স্বদেশের প্রবল প্রতিবাদ স্বত্বেও ভারত এই বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু করেছে। ভারতের মনিপুর রাজ্যের বরাক নদীর তীরবর্তী স্থানের নামে নামকরণকৃত এ টিপাইমুখ প্রকল্পটিকে স্থানীয় অধিবাসীদের অনেকে সহজভাবে নিতে পারছে না।[৪৪] এই প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে মূলত উত্তর-পূর্ব ভারতের জনগণের জলপ্রাপ্তির সুবিধার জন্য। ভারতের কিছু অংশের জনগণকেও টিপাইমুখ বাঁধ মহা-প্রকল্পের কারণে সম্ভাব্য অনেক ভোগান্তির শিকার হতে হবে। এই বাঁধের ফলে মনিপুরের ৭০টির মতো গ্রামাঞ্চল বন-বনানী, ঐতিহ্যময় প্রান্তর, সাংস্কৃতিক নিদর্শন ও ৬০ হাজারেরও বেশি মানুষের বাসস্থান নিমিজ্জত হবে। স্বয়ং কর্তৃপক্ষের হিসেব মতে, এই প্রকল্পের ফলে ভারতের ৬০ কিলোমিটার মহাসড়ক ডুবে যাবে, ফলে অন্য একটি সড়কে দুটি সেতু নির্মাণের প্রয়োজন হবে।[৪৫] ঐ এলাকার জনগণের প্রধান পেশা কৃষি ও সবজি চাষ। টিপাইমুখ বাঁধের ফলে ৬৭টি গ্রামের অধিবাসীরা জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে এক বিরাট বিপর্যের সম্মুখীন হবে।[৪৬] তাই এ প্রকল্পের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে স্থানীয় পাহাড়ী মানুষ সোচ্চার হয়েছেন। "কমিটি এগেইনস্ট টিপাইমুখ ড্যাম" গঠিত হয়েছে। এছাড়া টিপাইমুখ জলধার নির্মাণের বিরুদ্ধে ইউনাইটেড নাগা কাউন্সিল (মনিপুর), নাগা উইমেন্স ইউনিয়ন, (মনিপুর), নাগা পিপলস মুভমেন্ট ফর হিউম্যান রাইট্স, অল নাগা স্টুডেন্টস ইউনিয়ন (মনিপুর) প্রভৃতি সংগঠন গড়ে উঠেছে। এসব সংগঠনের প্রতিবাদ অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও ভারত সরকার বাঁধের উদ্বোধন করেছে।

বাংলাদেশ:

কয়েক যুগ ধরে টিপাইমুখ বাঁধের পরিকল্পনার প্রস্তুতি কাজ চললেও কখনোই তা বাংলাদেশের জনগণের সম্মতি লাভ করেনি। বাঁধ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানাজানি হবার পর বিবৃতি, লেখা, সভা, সমাবেশ, মিছিল, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন এনজিও এর প্রতিবাদ জানিয়েছে। জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে পত্রিকাগুলো বাঁধ পরিকল্পনা সম্পর্কে খবর প্রচার করেছে। ২০০৪ সালের শুরুর দিকে বাংলাদেশে' অঙ্গীকার বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন' সহ আরও বিভিন্ন সংগঠন টিপাইমুখ বাঁধ বিরোধী আন্দোলন করে। ২০০৫ সালের ৩০-৩১ ডিসেম্বর ঢাকায় "অঙ্গীকার বাংলাদেশ" কর্তৃক আয়োজিত ও ২০টি সংগঠন সমর্থিত "আর্ন্তজাতিক টিপাইমুখ বাঁধ সম্মেলন ২০০৫" অনুষ্ঠিত হয়।

---

[44] Ibid above no.9
[45] *Ibid*
[46] *Ibid*

সম্মেলনে বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালের প্রায় দুশতাধিক বিশেষজ্ঞ এবং পানি অধিকার সংগ্রামীদের আলোচনা হয় ও টিপাইমুখ বাঁধ বিরোধী ঢাকা ঘোষণা গৃহিত হয়[৪৭]। বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) টিপাইমুখ বাঁধ বিরোধী আন্দোলন করছে। টিপাইমুখ বাঁধের সম্ভাব্য ক্ষতি সম্পর্কে সভা, সেমিনারের মাধ্যমে বেলা সচেতনতা সৃষ্টি করছে।

পরামর্শঃ

ফারাক্কা বাঁধ তৈরী করে ভারতের যে সাহস তৈরী হয়েছে টিপাইমুখ বাঁধ তৈরী হলে তা দ্বিগুন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, বাংলাদেশের জন্য যা মোটেই সুখকর নয়। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কুটনীতি পর্যায়ে টিপাইমুখ বাঁধ বিষয়ে আলোচনা শুরু করা প্রয়োজন। ভারত কর্তৃক এ ধরণের স্বেচ্ছাচারিতা বাংলাদেশের প্রতি এক ধরণের আগ্রাসন। বাংলাদেশের জনগণের সচেতন হওয়ার এখনই সময়। উজানের দেশ ভারতকে পানি সম্পদের নায্য বন্টন করা প্রয়োজন। ১৯৯৭ সালের জাতিসংঘ প্রনীত ওয়াটার কোর্স কনভেনশনের ভিত্তিতে ভারতকে বাংলাদেশে তথ্য আদান-প্রদান করতে হবে। জেআরসি কে নিজ দায়িত্ব পালনে আরও বেশি যত্নবান হতে হবে। ৫৭টি নদীর সংযোগস্থল বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি সার্বজনীন নদী সংক্রান্ত চুক্তি থাকা উচিত। গঙ্গা পানি চুক্তি ১৯৯৬ এর ৯নং অনুচ্ছেদ এর বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশকে নতুন চুক্তির প্রস্তাব দিতে হবে।

প্রকৃতিকে ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে দেয়া যাবে না। ভারত ও বাংলাদেশের জনগণকে টিপাইমুখ বাঁধের ঋনাত্মক প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। টিপাইমুখ বাঁধ তৈরীর সময় যে ক্ষতি হবে বা তৈরী সম্পন্ন হবার পর তাৎক্ষনিক ভাবে যে সকল ক্ষয়ক্ষতি হবে সেগুলো ছাড়াও এ বাঁধের ক্ষতি হবে একটি চলমান প্রক্রিয়ায়। অর্থাৎ ধীরে ধীরে এর ক্ষতিগুলো দৃষ্টমান হবে। তাই আমার পরামর্শ হলো এই বাঁধের ক্ষতি সম্পর্কে গবেষণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে নিদিষ্ট সুপারিশ মালা তৈরী করে এর বিকল্প পথ বের করতে হবে। যেহেতু ভাটির দেশ হিসাবে বাংলাদেশ বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হবে তাই বাংলাদেশকেই এসকল কাজে উদ্দোগী হতে হবে। তাছাড়া বাংলাদেশকে নদী খননসহ নদী সম্পদকে কার্যকর করতে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেয়া যেতে পারে।

ভারতের একমুখি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র-শিক্ষক, এনজিও কর্মী, পরিবেশ বিজ্ঞানী, আইনবিদসহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের সুশীল ব্যক্তিবর্গকে দলমত নির্বিশেষে সচেতন হতে হবে। আর্ন্তজাতিক নদী বরাকের উপর নির্মিতব্য টিপাইমুখ বাঁধ প্রকল্প বাতিল করতে ভারত সরকারের প্রতি আহবান জানাতে হবে।

---

[47]Ibid above no.7

Scanned with CamScanner

সার্কভূক্ত সাতটি দেশ একত্রে এ অঞ্চলের পানি সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধানের পথ খুজে বের করতে টাস্কফোর্স গঠন করা যেতে পারে। সর্বোপরি আর্ন্তজাতিক অঙ্গনে টিপাইমুখ বাঁধকে একটি সমস্যা হিসাবে পরিচিত করতে হবে। আর্ন্তজাতিক আদালতে যাওয়ার জন্য যেসকল পদক্ষেপ নিতে হবে তা শুরু করতে বাংলাদেশকে তৎপর হতে হবে। উভয় দেশের সম্পর্ক সুদৃঢ় করার লক্ষে উভয় দেশকে সহনশীল হতে হবে।

উপসংহারঃ

বর্তমানে বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্ত সমস্যা এখনো স্পর্শকাতর একটি সমস্যা, তার উপর ভারত একতরফাভাবে নদী সংযোগ প্রকল্প ও টিপাইমুখ প্রকল্প চুড়ান্ত করার কাজ করে চলেছে। ফাঁরাক্কার পর ৩৫টি অভিন্ন নদীতে ভারত বাঁধ নির্মাণ করেছে বাংলাদেশের সঙ্গে কোন পরামর্শ ছাড়াই।[৪৮] একটি আর্ন্তজাতিক সম্মেলনে পানি বিশেষজ্ঞরা জানান, ভারত বাংলাদেশের সীমান্ত বরাবর ৩৫টি অভিন্ন নদীতে এ যাবৎ বড় ছোট ৪২৯১টি বাঁধ নির্মাণ করেছে।[৪৯] ফারাক্কা বাঁধের নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার শিকার বাংলাদেশের মানুষ ভারতের পানি আগ্রাসনের আতংক থেকে এখনো মুক্ত হতে পারেনি। ফারাক্কার বিপত্তির কারণে বাংলাদেশের সহস্রাধিক নদ-নদী মাত্র আড়াইশতে নেমে এসেছে। ২৫টি নদী পুরোপুরি মরে গেছে এবং ১৭টি নদী শীর্ণ খালের চেহারা নিয়েছে।[৫০] আগে বাংলাদেশের নৌপথের দৈর্ঘ্য ছিল ২৪ হাজার কিলোমিটার তা এখন মাত্র ৪ হাজার কিলোমিটারে এসেছে।[৫১] তাই ফারাক্কার অশুভ প্রভাবে মরুকরণ প্রক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে দেশের বিস্তীর্ণ এলাকা। কৃষি, অর্থনীতি ও পরিবেশের ক্ষেত্রে অপূরনীয় ক্ষতির শিকার হয়েছে বাংলাদেশ। জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক পরিবেশবাদীদের সকল বক্তব্যকে উপেক্ষা করে অবশেষে ভারত টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণের আনুষ্ঠানিকতা সম্পূর্ণ করেছে।

নদীমাতৃক এই দেশে জলাভূমিকে বাদ রেখে উন্নয়নের যে কোন কৌশলপত্রই তৈরী করা হোক না কেন সেটা বৃথা যাবে। বাংলাদেশের মানুষকে জলাভূমি সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত এবং টিপাইমুখ বাঁধসহ ক্ষতিকর বাঁধগুলো সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি পালনে নিজ নিজ অবস্থান থেকে প্রতিরোধ গড়ে তুলা উচিত। ভারত কর্তৃক নির্মিত ফারাক্কা বাঁধের বিষময় ফল হিসাবে আমরা পেয়েছি খরা, লবনাক্ততা, আর্সেনিক। যে পদ্মা নদীতে এক সময় জাহাজ চলতো বর্তমানে সেই পদ্মা পায়ে হেটে পাড়ি দেয়া যায়। শুকনা মৌসুমে রাজশাহীর পদ্মা নদী পাড়ি দিতে ডিঙ্গি নৌকারও

---

[48] Ibid above no.5

[49] *Ibid*, http://wrmin.nic.in/projects/postind.htm

[50] *Ibid*

[51] *Ibid*

Scanned with CamScanner

প্রয়োজন হয় না। ফারাক্কা বাঁধের ফলে পদ্মা নদী শুকিয়ে ভরাট হয়ে গেছে। পদ্মায় মৎস চাষ করে যারা জীবিকা নির্বাহ করতো তারা আজ বেকার আর আমরা বঞ্চিত হচ্ছি পদ্মার সুস্বাদু মাছ হতে। শুধু পদ্মায় নয় পদ্মার সঙ্গে সংযুক্ত এই অঞ্চলের সকল নদী এখন মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত। একইভাবে টিপাইমুখ বাঁধ বাংলাদেশের আরেক অঞ্চলকে মরুকরণ করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। ফারাক্কা নির্মিত হবার পর কোন চুক্তিই পদ্মাকে তার প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহ করতে পারেনি। কোন সরকারই বাংলাদেশের মৎসজীবিদের বিলুপ্ত ভাগ্য ফেরাতে পারেনি। একইভাবে টিপাইমুখ বাঁধ তৈরীর কাজ সমাপ্ত হয়ে গেলে তৎপরবর্তী কোন চুক্তিই বাংলাদেশের সুরমা, কুশিয়ারা, মেঘনার নাব্যতা ফেরত দিতে পারবে না। কাজেই এখনই সময় সোচ্চার হওয়ার। দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষকে সজাগ হতে হবে এবং শুধু আভ্যন্তরীণ জাগরণই নয় এক্ষেত্রে আমাদের আন্তর্জাতিক ব্যাপক সমর্থন প্রয়োজন।

পরিশেষে বলা যায়, অবাধ পানি প্রবাহের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশের সার্বিক অস্তিত্বের প্রশ্ন। জাতিসংঘ আভাস দিয়েছে একুশ শতকের সবচেয়ে বড় সংকট হবে পানিসম্পদ ও পরিবেশ সমস্যা। বাংলাদেশ এর মধ্যেই এ সমস্যায় আক্রান্ত হয়েছে। আর্ন্তজাতিক নদ-নদী কিংবা অভিন্ন নদ-নদীর পানি প্রবাহ সুষ্ঠু বন্টনের ক্ষেত্রে যে সকল নিয়মনীতি রয়েছে উভয় দেশের উচিত তা মেনে চলা এবং আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে অভিন্ন নদীগুলোর ব্যবস্থাপনা, পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, ভূ-প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি নিশ্চিত করা। তাই বাংলাদেশের মানুষ আশা করছে, টিপাইমুখ বাঁধ নিয়ে উভয় দেশের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক পর্যায়ে অথবা আর্ন্তজাতিকভাবে বিষয়টির মীমাংসা হবে। এর জন্য অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সচেতন বির্তকের মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা উচিত। ভারতের কাছে সুস্পষ্ট প্রস্তাব পেশ করা উচিত। বিষয়টি আর্ন্তজাতিক অঙ্গনে পরিচিত করে বিচার প্রার্থনার জন্য উদ্দোগী হওয়া উচিত।

Scanned with CamScanner